

ধর্ম, ন্যায়-অন্যায় এবং অস্বাভাবিক

(বর্ণসংক্রান্ত কল্যাণে এবং মুক্তমনার উৎসাহে সমসাময়িক বিষয়ের উপর পুরানো একটি লেখা ইন্টারনেটের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য পাঠাচ্ছি। ধন্যবাদ। - রিয়াজ চৌধুরী, নিউ ইয়র্ক ৩১ জুলাই, ২০০৬)

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্যে, তব ঘৃণা যেন তার তৃণসম দহে - এই অণুবাক্যের বিশ্লেষণ বরাবরই জটিল। অন্যায় করা এবং সহ্য করা - উভয়েই নিন্দনীয়। কিন্তু কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায় তা নির্ণয় করা অনেকাংশেই দৃষ্টিভঙ্গী সাপেক্ষ। বর্তমান বিশ্বে অন্যায় প্রতিরোধের নামে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কোন্দল ভিত্তিক বহুমুখী সন্ত্রাস দৃষ্টমান; অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য আবশ্যিক শান্তিপূর্ণ মাধ্যম এবং অন্যায় বিবাজিত কর্মকান্ড।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম মানুষের চিন্তা, চেতনা, নীতিমালা, এবং কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারের দ্বারা বহুক্ষেত্রে জীবনকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে- ধার্মিক হওয়া একটি মহৎ গুণ এবং ধার্মিক মানুষের মাঝে সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, পরোপকার ইত্যাদি গুণের সমারহ বিদ্যমান যা সর্বক্ষেত্রেই সুস্বাগত এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু তারপর ও ধর্মের প্রভাব এবং ব্যবহার নিয়ে অধিকতর বিশ্লেষণের অবকাশ থাকে। কেননা, ধর্ম থেকেই সৃষ্টি হয় ধর্মী ও গোঁড়ামী এবং ধর্মান্ধতা - যা মানুষকে অমানবিক কর্মকাণ্ডে প্রলুব্ধ করে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

সাম্প্রতিক বিশ্বে ঘটে যাওয়া একাধিক বিশেষ দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত ঘটে ১১ই সেপ্টেম্বরে ২০০১ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে। এক শ্রেনীর উগ্র মুসলমান দুষ্কৃতিকারীর আঘাতে প্রাণ হারায় হাজারো নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে হাজারো মুসলমান (যারা নিজেদের শান্তিপূর্ণ ধার্মিক মুসলমান বলে পরিচয় দেন) মনে করেন, এই সন্ত্রাসী হামলা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ধর্ম রক্ষার বিবেচনায় প্রয়োজ্য এবং যথাযোগ্য। তাদের দৃষ্টিতে, যারা এই অপকর্মের সাথে জরিত - তারা সন্ত্রাসী নয়, বরং ধার্মিক বীর এবং জিহাদে অংশগ্রহনকারী শহীদ।

কিন্তু ধর্মের নামে উগ্র মুসলমানদের এই আমানবিক হামলা আমার বোধগম্য নয়। এহেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অন্যায়কে প্রতিরোধ করে না, বরং অন্যায়কে বৃদ্ধি করে। ব্রাহ্ম ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরপরাধ সাধারণ মানুষ হত্যা করার মাঝে কোন মহানুভবতা বা মানুষত্বের ছোঁয়া নেই- আছে কেবল কলঙ্ক। ইসলাম তথা যে কোনো ধর্মের নামে এহেন দুঃকর্ম, ধর্মকে সন্ত্রাস ও রক্তপাতের অস্ত্রে রূপান্তরিত করে। অপরপক্ষে, একই যুক্তিতে সন্ত্রাস বিরোধী দল ও চালিয়ে যাচ্ছে পালটা সন্ত্রাস। যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে জন্ম নিচ্ছে আর ও বেশি পরিমাণে অন্যায়, অশান্তি, অরাজকতা, এবং রক্তপাত। একজন বিবেচনাবান মানুষের কাছে এই সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না। থাকা উচিত ও নয়।

অতএব, উগ্রপন্থা বর্জন করে প্রতিবাদ করতে হবে শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে। প্রতিবাদ হবে কথায়, লেখায়, সম্মিলিত দাবিতে - নিয়ম শৃংখলা বজায় রেখে। লক্ষ রাখতে হবে আমাদের উদ্দেশ্য এবং কর্মকান্ড যেন হয় মহৎ এবং মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ। আমাদের জেগে উঠতে হবে সাম্যতায় - মহানুভবতায়। হতে হবে স্নেহশীল, সহনশীল, এবং সহানুভূতিশীল। ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী, এবং কুসংস্কার বর্জন করে ভালোবাসার প্রাচুর্যে মানবধর্মের উন্মেষ ঘটতে হবে। কবির ভাষায়,

বহুরূপ সনুখে ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

riaz300@yahoo.com

এপ্রিল ২০০২

মিনামোটা, মুক্তমনা

*www.mukto-mona.com